দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

20

সন্ত্রাস দমনে পক্ষপাতমুক্ত সুদৃঢ় পদক্ষেপ দাবি

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে গতকাল রোববার ঢাকায় অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে সরকার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি সন্ত্রাস দমনে পক্ষপাতমুক্ত সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অবিলম্বে দেশব্যাপী বিরাজমান সন্ত্রাস ও একাত্তরের ঘাতক দালালদের প্রতিরোধ এবং গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

সমাবেশশেষে সন্ত্রাসবিরোধী একটি মিছিল বের করা হয়।

সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের দাবির পক্ষে দেশবাসীর যে ঐকান্তিক সমর্থনের প্রকাশ ঘটেছে তা নস্যাৎ করার জন্য একটি সন্ত্রাসী মহল আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। যুব কমান্ড ও অন্যান্য পেটোয়া বাহিনী গঠন করে একাত্তরের পরাজিত জামাত-শিবির চক্র ঘৃণ্য সন্ত্রাসী খেলায় মেতে উঠেছে।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, এই সন্ত্রাসী পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রশ্রয়ে তথাকথিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের সংঘাতমূলক তৎপরতায়।

মস্তানি ও চাঁদাবাজি দমনের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক পক্ষপাত বর্জন করে কঠোর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করে ঘোষণায় বলা হয়, মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীদের কাছে গোটা জাতিকে এভাবে জিম্মি হতে দেয়া যায় না। কারণ এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে তা জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

তাছাড়া অবিলম্বে যুব কমান্ড ও এ ধরনের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ফ্যাসিবাদী সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ, জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং রতন সেনের ঘাতক ও রাশেদ খান মেননের ওপর আক্রমণকারীদেরসহ সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও দাবি জানানো হয়।

ফয়েজ আহমেদ সমাবেশে বলেন, পাকিস্তানের দালালরা দেশকে নতুন পাকিস্তান বানাতে চাচ্ছে। এদের ষড়যন্ত্র কেবল আমাদের বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যেকোন মূল্যে এদের প্রতিরোধ করতে হবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক এমপি, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল, ন্যাপের মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী, জাসদের কাজী আরেফ আহমেদ, বিচারপতি কে, এম সোবহান, ঘাতক নির্মূল কমিটির লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, পান্না কায়সার, ঘাতক নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির বিমল বিশ্বাস, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর প্রমুখ।